সূরা আল্ হাশ্‌র-৫৯

(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

কুরআনের মাদানী সূরাগুলোর শেষ সপ্ত-সূরার মধ্যে এটি তৃতীয় সূরা। পরবর্তী সূরায় মদীনার ইহুদীদের ইসলাম-বিরোধী গোপন তৎপরতা ও ষড়যন্ত্রের কথা বলা হয়েছে। এই সূরাতে এই ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত ইহুদীদের শাস্তির কথা বিশেষ করে তিনটি ইহুদী গোত্র-বনু নাযীর, বনু কাইনুকা ও বনু কুরাইযার মদীনা থেকে নির্বাসনের কথা বলা হয়েছে। উহুদের যুদ্ধের কয়েক মাস পূর্বে চতুর্থ হিজরী সালে এ শাস্তি প্রয়োগ করা হয়। এই নির্বাসন-কর্ম নবী করীম (সাঃ) এর মহাপ্রজ্ঞা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক। কারণ এই গোপন ষড়যন্ত্রকারী ইহুদী গোত্রগুলোকে মদীনায় থাকতে দিলে তারা ইসলামের জন্য এক সর্বকালীন বিপদ হয়ে দাঁড়াতো। তাদের অবস্থিতি ও ষড়যন্ত্র পূর্ব থেকেই মুসলমানদের জন্য এক নিরন্তর দুশ্চিন্তার রূপ নিয়েছিল। অতঃপর এই সূরা মদীনার মুনাফিকদের কথা উল্লেখপূর্বক বলছে যে তারা না মুসলমানদের বন্ধু, না ইহুদীদের। মুনাফিকরা সুবিধাবাদী এবং ভীরু। এইরূপ ভীতুরা কখনো কারো সাথে সাধুতা ও সরলতা রক্ষা করে না। মদীনার মুনাফিকরা ইহুদীদের বিপদের সময়ে তাদের সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। সূরাটি আরম্ভ হয়েছে আল্লাহ্ তাআলার মহিমা ঘোষণার মাধ্যমে এবং শেষ হয়েছে মুসলিম জাতিকে আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা-গীতি গাইবার উপদেশ দিয়ে। কেননা তিনিই শত্রুদের অশুভ তৎপরতা ও বিনাশী পরিকল্পনাকে অঙ্কুরে ধ্বংস করে মুসলমানদের জন্য প্রগতি ও উন্নতির অফুরন্ত সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। সূরা 'আনফাল' এর সাথে এই সূরার বিশেষ মিল রয়েছে।

سُوْرَةُ الْحَشْرِ مَدَنِيَّةٌ وَّهِيَ مَعَ الْبَسْمَلَةِ خَمْسٌ وَّعِشْرُوْنَ اٰيَةً وَّثَلٰثُ رُكُوْعَاتٍ

সূরা আল্ হাশ্‌র-৫৯

মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ২৫ আয়াত এবং ৩ রুকু

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ②

২। [খ]আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা-ই আছে (সবই) আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা[৩০১৫] করছে। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

هُوَ الَّذِيْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ۭ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا ۡ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ ۭ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۡ فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِي الْاَبْصَارِ ③

৩। আহলে কিতাবের মাঝে যারা অস্বীকার করেছে প্রথম নির্বাসনের সময়[৩০১৬] তাদের ঘরদুয়ার থেকে তিনি তাদের বের করে দিয়েছিলেন। তারা বের হয়ে যাবে বলে তোমরা ধারণাও করনি, অথচ তারা মনে করতো তাদের দূর্গসমূহ আল্লাহ্‌র (হাত) থেকে তাদের রক্ষা করবে[৩০১৭]। কিন্তু [ক]এমন দিক থেকে আল্লাহ্ তাদের ধরে ফেল্‌লেন, যা তারা ভাবতেও পারেনি। আর তিনি [খ]তাদের অন্তরে ত্রাস সঞ্চার করে দিলেন। (ফলে) তারা তাদের ঘরদুয়ার নিজেদের হাতে[৩০১৮] ধ্বংস করতে লাগলো এবং মু'মিনদের হাত দিয়েও (ধ্বংস করালো)। সুতরাং হে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা! তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১; খ. ১৭ঃ৪৫; ২৪ঃ৪২; ৬১ঃ২; ৬২ঃ২; ৬৪ঃ২।

৩০১৫। দেখুন টীকা ২৯৮১। আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলী উল্লেখ ও স্মরণ করাকে বলা হয় 'তস্‌বীহ্' এবং আল্লাহ্ তাআলার কার্যাবলী উল্লেখ ও স্মরণ করাকে বলা হয় 'তক্‌দিস'।

৩০১৬। মদীনাতে তিনটি ইহুদী গোত্র বাস করতো, বনু কাইনুকা, বনু নাযীর ও বনু কুরাইযা। এই আয়াত মদীনা থেকে 'বনু নাযীর' গোত্রের নির্বাসনের ঘটনার কথা বলছে। এদের পূর্ববর্তী 'বনু কাইনুকা' গোত্রের মত এরাও বার বার মুসলমানদের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছিল। তারা ষড়ন্ত্র করে শত্রুদের সাথে গোপনে হাত মিলিয়ে মুসলিম-বিরোধী মৈত্রী গড়েছিল। তারা বার বার প্রতিজ্ঞা করছিল এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবন নাশের ষড়যন্ত্র পর্যন্ত তারা করেছিল। তাদের নেতা কাব বিন্ আশরাফ মুসলমানদেরকে মদীনা থেকে বিতাড়িত করার জন্য মক্কায় গিয়ে কুরায়শ ও অন্যান্য পৌত্তলিক গোত্রগুলোর সাহায্য চেয়েছিল। উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয়ের পর তাদের ষড়যন্ত্র ও মহানবী (সাঃ) এর প্রতি অবজ্ঞা-প্রদর্শন বহুলাংশে বেড়ে গেল। যখন তাদের পাপের পাত্র কানায় কানায় ভরে গেল এবং তাদের মদীনায় অবস্থান মুসলমানদের জীবনের প্রতি এবং মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি স্থায়ী হুমকি হয়ে দাঁড়ালো তখন তাদের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নবী করীম (সাঃ) বাধ্য হলেন। তিনি তাদের দুর্গগুলো অবরোধ করলেন। একুশ দিন ধরে তারা দুর্গগুলোকে স্বীয় অধিকারে রাখলো। কিন্তু তাদের শেষ রক্ষা হলো না। তারা আত্মসমর্পণ করলো। তাদেরকে মদীনা ছেড়ে যেতে বলা হলো এবং তারা সিরিয়ায় চলে গেল। মাত্র দুটি পরিবার খয়বরে থেকে গেল। মহানবী (সা:) তাদের প্রতি ব্যতিক্রমধর্মী বিবেচনা ও অসামান্য দয়া প্রদর্শন করলেন। তিনি তাদেরকে তাদের সব মালামাল ও তৈজস-পত্র তাদের সাথে নিয়ে যেতে দিলেন। পূর্ণ নিরাপত্তার ভিতর দিয়ে তারা মদীনা ত্যাগ করলো, কিন্তু তারা তখনো মক্কার মিত্রদের সাহায্যের আশা করছিল এবং মদীনার মুনফিকদের দিকে তাকিয়েছিল। তাদের অজেয় দুর্গগুলো তাদেরকে বাঁচাতে পারলো না। তাদের অসৎ উদ্দেশ্য ও গোপন ষড়যন্ত্র, তাদের চালাকী ও চক্রান্ত, তাদের পৌনঃপুনিক বিশ্বাস-ঘাতকতা ও অবিশ্বস্ততা এবং বার বার প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ ইত্যাদির তুলনায় তাদেরকে যে শাস্তি দেয়া হয়েছিল তা খুবই লঘু।

"প্রথম নির্বাসনের সময়" কথাগুলো দ্বারা বদরের যুদ্ধের পরে 'বনু কাইনুকা' গোত্রের মদীনা থেকে নির্বাসনকেও বুঝাতে পারে অথবা নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক মদীনা থেকে উপরোক্ত তিন গোত্রের বহিষ্কারকেও বুঝাতে পারে। এটা ছিল তিন গোত্রের ক্ষেত্রেই প্রথম বহিষ্কার। মহানবী (সাঃ) এর দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর দ্বিতীয় ও শেষবারের মত আরব ভূখণ্ড থেকে সকল ইহুদীকেই বিতাড়ন করেন। এই দিক দিয়ে বিচার করলে একথাগুলোর মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। তা হলো মদীনার ইহুদী গোত্রগুলো প্রথমবার নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক নির্বাসিত হওয়ার পর আবার দ্বিতীয়বার তারা সারা অরব ভূমি থেকে নির্বাসিত হবে।

৩০১৭। ইহুদীদের ধন-সম্পদ, রাজনৈতিক জোট এবং সংগঠনের দিকে তাকালে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না, তারা এত সহজে রক্তপাত ও জীবনহানি ছাড়াই মদীনা থেকে নির্বাসিত হওয়ার বাস্তবতাকে মেনে নিবে। মুসলমানরাও তা ভাবেনি।

৪। আর আল্লাহ্ যদি তাদের জন্য নির্বাসন অবধারিত করে না দিতেন তাহলে তিনি এ পৃথিবীতেই তাদের আযাব দিতেন[৩০১৯]। আর পরকালে তাদের জন্য আগুনের আযাব (নির্ধারিত) রয়েছে।

وَلَوْلَآ اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِى الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ۝

৫। এর কারণ হলো, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের চরম বিরোধিতা করেছে। আর [গ]যে আল্লাহ্‌র বিরোধিতা করে (তার জেনে রাখা উচিত) নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে অতি কঠোর।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَآقِّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

৬। তোমরা যত খেজুর গাছই কেটেছিলে[৩০২০] অথবা যেগুলোকে মূলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দিয়েছিলে (অর্থাৎ অক্ষত রেখেছিলো) তা আল্লাহ্‌র আদেশেই করেছিলে। দুস্কৃতকারীদের লাঞ্ছিত করাই ছিল এর উদ্দেশ্য।

مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَآئِمَةً عَلٰٓى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِىَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

★ ৭। আর আল্লাহ্ তাদের (ধনসম্পদ) থেকে নিজ রসূলকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদরূপে যা দান করেছিলেন তা (পাওয়ার জন্য) তোমরা ঘোড়া বা উটও দৌড়াওনি (অর্থাৎ যুদ্ধ করনি)। কিন্তু আল্লাহ্ যার ওপর চান তার ওপর নিজ রসূলদের নিয়ন্ত্রণ দান করেন। আল্লাহ্ সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝

দেখুন ঃ ক. ১৬ঃ২৭; ৩৯ঃ২৬ খ. ৩ঃ১৫২; ৮ঃ১৩ গ. ৪ঃ১১৬; ৮ঃ১৪; ৪৭ঃ৩৩।

৩০১৮। মদীনা ত্যাগের পূর্ব মুহূর্তে বনু নাযীর গোত্র নিজ হাতে তাদের বাড়ী-ঘর, আসবাবপত্র ও অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি মুসলমানদের চোখের সামনে ধ্বংস করলো। মহানবী (সাঃ) তাদেরকে নিজ ইচ্ছামাফিক তাদের বিষয়-সম্পত্তির ব্যবস্থা করার জন্য দশ দিনের সময় দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা অন্য কিছু না করে ধ্বংস করার নীতিই অবলম্বন করলো। এইরূপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রুশদের 'পোড়া-মাটি নীতি'পন্থা অবলম্বনের বহু শতাব্দী পূর্বেই মদীনার ইহুদীরা এই নীতির গোড়াপত্তন করেছিল।

৩০১৯। মদীনা থেকে বনু নাযীরের বহিষ্কার ছিল অপরাধের তুলনায় নগণ্য শাস্তি। তারা গুরুতর শাস্তির যোগ্য ছিল। তারা নির্বাসিত না হলে অন্যভাবে ভয়াবহ শাস্তিপ্রাপ্ত হতো।

৩০২০। এখানে বনু নাযীর গোত্রের কয়েকটি খেজুর গাছ কাটার কথা উল্লোখিত হয়েছে। ৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে, নবী করীম (সাঃ) ইহুদী গোত্রকে বার বার আত্মসমর্পণের আহ্বান জানালেও তারা তা গ্রাহ্য না করে নিজেদেরকে দুর্গের মধ্যে আবদ্ধ রাখলো। বেশ কয়েকদিন অবরোধ করে রাখার পর তাদেরকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করার জন্য মহানবী(সাঃ) কয়েকটি নিম্ন মানের ফলদায়ী 'লীনা' জাতীয় খেজুর গাছ কেটে ফেলার নির্দেশ দেন (আর রাউযুল উনুফ)। ছয়টি গাছ কাটার পরই তারা আত্মসমর্পণ করে (যুরকানী)। মহানবী (সাঃ) এর এই নির্দেশ ছিল অত্যন্ত লঘু ও অনুকম্পাপূর্ণ, যা বর্তমান সভ্যতার যুগে অনুষ্ঠিত যুদ্ধের নীতি ও আইনের সাথেও সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ।

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ
وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ
وَابْنِ السَّبِيْلِ كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ
مِنْكُمْ ؕ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۗ وَمَا نَهٰىكُمْ
عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۘ

৮। আল্লাহ্ কোন কোন জনপদবাসীর (ধনসম্পদ) থেকে তার রসূলকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদরূপে যা দান করেছেন[৩০২১] তা হলো আল্লাহ্‌র জন্য, রসূলের জন্য এবং নিকটাত্মীয়, এতীম, অভাবী ও মুসাফিরদের জন্য, যাতে করে এ (সম্পদ) তোমাদের বিত্তশালীদের মাঝেই আবর্তিত হতে না থাকে। আর রসূল তোমাদের যা দান করে তা নিয়ে নাও[৩০২২] এবং যা থেকে তোমাদের বিরত করে তা থেকে বিরত হয়ে যাও। আর আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে অতি কঠোর।

لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ
وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا
وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۚ

৯। (এ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) সেই দরিদ্র মুহাজিরদের জন্যও যাদেরকে তাদের ভিটেমাটি ও সহায়সম্পদ থেকে উচ্ছেদ করে দেয়া হয়েছে। তারা আল্লাহ্‌রই অনুগ্রহ ও তাঁর সন্তুষ্টি চায় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে সাহায্য করে। এরাই সত্যবাদী।

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ
مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ
حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ
كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ؕ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۚ

★১০। আর (এ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ তাদের জন্যও) যারা পূর্ব থেকেই (মদীনায়) বসবাস করতো এবং (মুহাজিরদের আসার পূর্বেই) ঈমান (এনেছিল)। তারা তাদের কাছে আশ্রয়প্রার্থী (মুহাজিরদের) ভালবাসে। আর এ (মুহাজিরদের) যা দেয়া হয় এরা নিজেদের অন্তরে এর কোন প্রয়োজন বোধ করে না এবং নিজেরা দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও এরা নিজেদের ওপর অন্যদের প্রাধান্য দেয়[৩০২৩]। (আসলে) প্রবৃত্তিতে নিহিত কার্পণ্য থেকে যাদের রক্ষা করা হয় [ক]তারাই সফল হবে।

দেখুন ঃ ক. ৬৪ঃ১৭।

৩০২১। 'ফাই' ঐ সকল দ্রব্যসামগ্রীকে বলা হয় যা বিনা পরিশ্রমে, বিনা যুদ্ধে ও বিনা কষ্টে মুসলমানদের হাতে আসে। সেজন্য এতে যোদ্ধার কোন অংশ প্রাপ্য থাকে না, সবটাই সরকারী খাজাঞ্চীখানায় চলে যায়। খায়বরের ইহুদীদের কাছ থেকে যে দ্রব্যসামগ্রী মুসলমানদের হস্তগত হয়েছিল, এই আয়াতে তারই প্রতি বিশেষ ইঙ্গিত রয়েছে। এতে এই নীতি কায়েম হয়েছে, ধন-দৌলত যেন কেবল ধনী ও সম্পদশালীদের মাঝেই হাত-বদল না হয়। ব্যক্তি বিশেষের স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য যেমন তার শারীরিক প্রয়োজন ও চাহিদাগুলো মিটানো দরকার, তেমনি সমাজের স্বাস্থ্যের জন্য সম্পদের সুষম বণ্টন এবং ধনের অবাধ ও সহজ সরবরাহ বা সার্কুলেশন অত্যাবশ্যক। এটাই ইসলামী অর্থনীতির মূল ভিত্তি। ইসলাম এসে মানুষকে কায়েমী স্বার্থের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত পেয়েছিল। তাই ইসলাম এমন ব্যবস্থা প্রবর্তন করলো যা অর্থ-সম্পদভিত্তিক সামাজিক বৈষম্যকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল এবং অন্যায়ভাবে সংরক্ষিত বিশেষ সুবিধা-ভোগকে প্রায় বিলুপ্ত করে দিল। ইসলাম ন্যায্য মুনাফা-ভিত্তিক সামাজিক ব্যবসা কিংবা অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার বিরোধিতা করে না। তবে সম্পদ আহরণের প্রেরণা ও প্রতিযোগিতা ন্যায় ও সহমর্মিতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। মুনাফার লোভ মানুষের আছেই, তবে প্রতিযোগিতামূলক অতি মুনাফা আর অতি লোভ সামাজিক আইন দ্বারা সংযত করা ছাড়া উপায় নেই। 'যাকাত' ইসলামের হাতে এমন একটি মৌলিক অর্থনৈতিক অস্ত্র যা অন্যের প্রয়োজন ও অভাবকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান করেছে। সমাজের দারিদ্র বিতাড়নে যাকাত ছাড়াও অন্যান্য ব্যবস্থা ইসলামে রয়েছে।

৩০২২। "রসূল তোমাদেরকে যা দান করে তা নিয়ে নাও" বাক্যটিতে প্রকাশ পায়, ইসলামী আইনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হলো রসূলুল্লাহ(সাঃ) এর সুন্নত।

৩০২৩। এই আয়াতের কথাগুলো আনসারদের (মদীনার সাহায্যকারী মুসলমানদের) আত্মত্যাগ, আতিথেয়তা ও শুভেচ্ছার বিরাট সাক্ষ্য ও প্রশংসা পত্র। মক্কার মুহাজেরগণ তাদের ধন-সম্পদ সব কিছু মক্কাতে ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। কেবল প্রাণ নিয়ে তারা

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١﴾

১১। আর তাদের পরে যারা এসেছে[৩০২৪] তারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদের ক্ষমা কর এবং আমাদের সেসব ভাইকেও (ক্ষমা কর) যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে আর মু'মিনদের প্রতি আমাদের হৃদয়ে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমি অতি স্নেহশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।'★

চতুর্থাংশ ১ [১১] ৪

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا ۙ وَّاِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١٢﴾

১২। তুমি কি সেসব মুনাফিককে দেখনি, যারা আহলে কিতাবের মাঝে তাদের সেসব অস্বীকারকারী ভাইকে বলে, 'তোমাদেরকে (মদীনা থেকে) বের করে দেয়া হলে আমরাও তোমাদের সাথে বেরিয়ে যাব এবং তোমাদের বিপক্ষে কারো আনুগত্য করবো না। আর তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করবো[৩০২৫]। কিন্তু আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন, নিশ্চয় এরা মিথ্যাবাদী।

لَئِنْ اُخْرِجُوْا لَا يَخْرُجُوْنَ مَعَهُمْ ۚ وَلَئِنْ قُوْتِلُوْا لَا يَنْصُرُوْنَهُمْ ۚ وَلَئِنْ نَّصَرُوْهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْاَدْبَارَ ۫ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿١٣﴾

১৩। এ (আহলে কিতাবদের) বের করে দেয়া হলে এদের সাথে এ (মুনাফিকরা) কখনো বের হবে না। আর এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হলে তারা কখনো এদের সাহায্য করবে না। আর তারা এদের সাহায্য করলেও অবশ্যই [ক]তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। এরপর এদের সাহায্য করার কেউ থাকবে না।

لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنَ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ﴿١٤﴾

১৪। এ (মুনাফিকদের) অন্তরে আল্লাহ্‌র চেয়ে নিশ্চয় [খ]তোমাদের ভয় অনেক বেশি। এর কারণ হলো, এরা এমন এক জাতি যারা বুঝে না।

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ১১২ খ. ৪ঃ৭১

নিরুপায়ের মত যখন মদীনায় পৌঁছলেন, মদীনাবাসী মুসলমানেরা তখন তাঁদেরকে প্রাণ খুলে স্বাগত জানালেন এবং নিজেদের সবকিছুতেই তাঁদেরকে সম-অংশীদার বানালেন। যে প্রগাঢ় ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব মহানবী(সাঃ) মক্কার আশ্রয়প্রার্থী ও মদীনার সাহায্যকারীদের মধ্যে স্থাপন করেছিলেন এবং এই আয়াতে যার সপ্রশংস উল্লেখ রয়েছে তা মানব-সম্পর্কের ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ স্বর্ণাক্ষরে বিরাজ করবে।

৩০২৪। এই কথাগুলো সম্ভবত ঐ সকল মুহাজিরদের জন্য প্রযোজ্য যারা পরবর্তীকালে মক্কা থেকে মদীনায় এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন অথবা অনাগত ভবিষ্যতের মুসলমান মুহাজিরদের জন্যেও তা প্রযোজ্য হতে পারে।

★[৯-১১ আয়াত আনসার ও মুহাজিরদের ঈমান ও উচ্চ আধ্যাত্মিক মর্যাদার বর্ণনা দিচ্ছে। হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (রহ:) এর কাছে একবার ইরাকের রাফেযিদের একটি প্রতিনিধি দল এল এবং তারা হযরত আবূ বকর, উমর ও উসমান রেযওয়ানুল্লাহে আলায়হিম এর বিরুদ্ধে কথা বললো। তিনি (রহ:) তাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি মুহাজির? (৯ নং আয়াতে যাদের উল্লেখ রয়েছে) তারা বললো, 'না'। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি আনসার? (১০ নং আয়াতে যাদের উল্লেখ রয়েছে) তারা বললো, 'না'। তখন তিনি (রহ:) বললেন, তাহলে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তোমরা তাদের দলেও নও (যাদের উল্লেখ ১১ নং আয়াতে রয়েছে) এবং যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, ওয়াল্লাযীনা যা-উ মিম বা'দিহিম.....আল্ আখের। (কাশফুল গুম্মাতি ফী মা'রিফাতিল আইম্মাতি, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৯০, আবুল হাসান আলী বিন ঈসা বিন আবিল ফাতাহ, দারুল কিতাবিল ইসলামিয়ে, বৈরুত, ১৪০১ হিজরী) (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]।

৩০২৫। মুনাফিকরা মদীনার ইহুদীদেরকে এই বলে নবী করীম (সাঃ) এর অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ করার উস্কানী দিচ্ছিল যে তারা ইহুদীদের সাথে সর্বদা থাকবে এবং সময়মত সাহায্য-সহায়তা করবে, এটাই ছিল তাদের প্রতিজ্ঞা। কিন্তু তাদের এই প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে যখন ইহুদীরা মহানবী (সাঃ) এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী অভিযান শুরু করলো তখন মুনাফিকদের টিকিটিও দেখা গেল না।

لَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ جَمِيْعًا اِلَّا فِيْ قُرًى مُّحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَّرَآءِ جُدُرٍ ۭ بَاْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدٌ ۭ تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَّقُلُوْبُهُمْ شَتّٰى ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ⑭

১৫। তারা তোমাদের সাথে কেবল দূর্গবেষ্টিত জনপদে অথবা প্রাচীরের আড়াল থেকে সংঘবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করবে। তাদের নিজেদের মধ্যকার বিবাদ অতি ভয়ানক। তুমি তাদের সংঘবদ্ধ মনে কর, কিন্তু তারা হৃদয়ের দিক থেকে বিভক্ত[৩০২৬]। এর কারণ হলো, তারা এমন এক জাতি যারা বিবেকবুদ্ধি খাটায় না।★

كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا ذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ⑮

১৬। (এরা) তাদের ন্যায় যারা এদের অল্প কিছুকাল পূর্বে নিজেদের কৃতকর্মের মন্দ পরিণতি ভোগ করেছে[৩০২৭]। আর এদের জন্য রয়েছে এক যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّىْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكَ اِنِّىْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ⑯

১৭। ক(এদের দৃষ্টান্ত) শয়তানের দৃষ্টান্তের ন্যায় যখন সে মানুষকে বলে, 'অস্বীকার কর।' এরপর সে যখন অস্বীকার করে তখন সে (অর্থাৎ শয়তান) বলে, 'নিশ্চয় আমি তোমা থেকে দায়মুক্ত। নিশ্চয় আমি বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় করি।'

فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَآ اَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيْهَا ۭ وَذٰلِكَ جَزٰۗؤُا الظّٰلِمِيْنَ ⑰ ع

২ [৭] ৫

১৮। অতএব এদের উভয়ের পরিণাম (এটাই) সাব্যস্ত হলো, এরা উভয়েই আগুনে পড়বে। সেখানে এরা দীর্ঘকাল থাকবে। যালেমদের প্রতিফল এটাই হয়ে থাকে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ⑱

১৯। হে যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর। আর প্রত্যেকেরই লক্ষ্য রাখা উচিত সে আগামীকালের জন্য কী অর্জন করেছে। আর আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর। তোমরা যা কর সে সম্পর্কে নিশ্চয় আল্লাহ্ পুরোপুরি অবহিত।

দেখুন ঃ ক. ৮ঃ৪৯; ১৪ঃ২৩

৩০২৬। এই আয়াতের তাৎপর্য হলো ইসলামের বিরুদ্ধে কাফিরদের, বিশেষ করে ইহুদী ও মদীনার মুনাফিকদের মধ্যে দৃশ্যত একটা ঐক্য আছে বলে মনে হয়। কিন্তু মুসলমানদের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে যুদ্ধ করার জন্য তাদের মধ্যে যে অভিন্ন-স্বার্থ বজায় থাকা দরকার তা এই ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। তাদের পরস্পরের স্বার্থ ভিন্ন ভিন্ন, একমুখী নয়। আরবে তখন তিনটি দল ছিল, যারা ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হয়েছিল (১) ইহুদী, (২) মদীনার মুনাফিক-দল, (৩) মক্কার পৌত্তলিক কুরায়শরা। ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও প্রতিপত্তির মধ্যে মদীনা-অঞ্চলে কুরায়শপ্রভাব অস্তমিত হবার বিপদ ছিল। মুনাফিকের দল (আব্দুল্লাহ বিন উবাই এর নেতৃত্বাধীন) মদীনায় তাদের কর্তৃত্ব-হ্রাস স্বচক্ষে দেখছিল। আর ইহুদীরা তাদের প্রতিপত্তি, আত্মগরিমা ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রতি ইসলামী শিক্ষার সুদূর-প্রসারী প্রভাব লক্ষ্য করছিল। অতএব তাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে সত্যিকার একতার কোন ভিত্তি ছিল না। কাজেই ঐ বাহ্যিক ঐক্য কখনো কাজে আসেনি, এমনকি বিপদের সময়ও অকার্যকর ছিল।

★[এ আয়াতে ইহুদীদের সম্পর্কে এক ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। আর এ আয়াতের বর্ণনানুযায়ী এটি কিয়ামত পর্যন্ত পূর্ণ হতে থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত যুগের পরিবর্তিত অবস্থা অনুযায়ী ইহুদীদের কাছে আত্মরক্ষামূলক শক্তিশালী দূর্গ না থাকে এবং তাদের শ্রেয়তর হওয়ার প্রত্যয় না জন্মে তারা কখনো প্রতিপক্ষের সাথে যুদ্ধ করে না। কিন্তু এর অর্থ এই নয়, হৃদয়ের দিক থেকে তারা সংঘবদ্ধ। শত্রুর বিরুদ্ধে দৃশ্যত তাদের সংঘবদ্ধ মনে হলেও তারা সব সময় হৃদয়ের দিক থেকে বিভক্ত। বর্তমান যুগে যেসব লোককে মহানবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ইহুদীদের সদৃশ সাব্যস্ত করেছেন এদের অবস্থাও হুবহু তা-ই। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]।

৩০২৭। এই আয়াত সম্ভবত মক্কার কুরায়শদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করছে ,যারা কিছুদিন পূর্বে বদরের যুদ্ধে লাঞ্ছিতভাবে পরাজিত হয়েছিল অথবা এটি 'বনু কাইনুকা' গোত্রকে বুঝাতে পারে, যারা বদরের যুদ্ধের মাসখানেক পরেই তাদের বিশ্বাসঘাতকতা, ষড়যন্ত্র ও চুক্তি-ভঙ্গের অপরাধে মদীনা থেকে নির্বাসিত হয়েছিল। এই গোত্র সিরীয়াতে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٢٠﴾

★ ২০। আর [ক]আল্লাহ্‌কে যারা ভুলে গেছে তোমরা তাদের মত হয়ো না। অতএব তিনি তাদের আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। এরাই দুষ্কৃতিপরায়ণ।

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۚ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢١﴾

২১। জাহান্নামবাসীরা ও জান্নাতবাসীরা কখনো সমান হতে পারে না। জান্নাতবাসীরাই সফল হবে।

لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٢﴾

২২। [খ]আমরা যদি এ কুরআন কোন পাহাড়ের প্রতি অবতীর্ণ করতাম তাহলে তুমি অবশ্যই একে আল্লাহ্‌র ভয়ে বিনীত হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে দেখতে[৩০২৭-ক]। আর এসব দৃষ্টান্ত আমরা মানুষের জন্য বর্ণনা করছি যেন তারা চিন্তাভাবনা করে।★

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۖ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٣﴾

★ ২৩। তিনি আল্লাহ্। তিনি ছাড়া আর কেউ উপাসনার যোগ্য নয়। [গ](তিনি) অদৃশ্য ও দৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত। তিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٤﴾

★ ২৪। তিনি আল্লাহ্। তিনি ছাড়া আর কেউ উপাসনার যোগ্য নয়। (তিনি) অধিপতি, অতি পবিত্র, শান্তিদাতা, নিরাপত্তাদাতা, রক্ষাকর্তা, মহাপরাক্রমশালী, প্রতিবিধানকারী, (এবং) উচ্চ মর্যাদাবান। তারা যা শরীক করে আল্লাহ্ এ থেকে পবিত্র।

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٥﴾ ع

২৫। তিনিই আল্লাহ্, যিনি সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টির সূচনাকারী (ও) যথাযথ আকৃতিদাতা। [ঘ]সব সুন্দর নাম তাঁরই। আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা-ই আছে সবই তাঁর [ঙ]পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

৩ [৭] ৬

দেখুন ঃ ক. ৯ঃ৬৭ খ. ১৩ঃ৩২ গ. ৬ঃ৭৪; ৯ঃ৯৪; ১৩ঃ১০ ঘ. ৭ঃ১৮১ ঙ. ১৭ঃ৪৫; ২৪ঃ৪২; ৬১ঃ২; ৬২ঃ২ ৬৪ঃ২।

৩০২৭-ক। এই আয়াতের তাৎপর্য হতে পারেঃ যে কট্টর পৌত্তলিক আরবরা ইসলামপূর্ব কোন ধর্মের দ্বারাই প্রভাবিত হয়নি, বহু-ঈশ্বরে বিশ্বাসী, পৌত্তলিক পূজা-অর্চ্চনায় চিরঅভ্যস্ত, যে আরবরা যাযাবর জীবন পদ্ধতিতে পাহাড়ের মত অটল অনড়, প্রতিবেশী খৃষ্টানসভ্যতার বিলাসবহুল চাক্‌চিক্যের ক্ষয়কারী প্রভাব যাদের জীবনকে স্পর্শ করতে পারেনি, সেই পাষাণ-হৃদয় আরবরাও ইসলামের অতি মহান ও শক্তিশালী বাণীর সামনে নতি স্বীকার না করে পারবে না এবং তাদের প্রস্তর-হৃদয় থেকে জ্ঞান ও আলোকের প্রস্রবণ চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হতে থাকবে।

★[এ আয়াতে যেসব পাহাড়ের উল্লেখ করা হয়েছে তা দিয়ে জড় পাহাড় বুঝানো হয়নি বরং পাহাড়তুল্য বিরাট ব্যক্তিত্বদের বুঝানো হয়েছে। এ আয়াতের শেষ অংশে যে উপসংহার টানা হয়েছে এ থেকে প্রতীয়মান হয়, এগুলো সবই দৃষ্টান্ত। এটা এজন্য বর্ণনা করা হয়েছে যেন মানুষ চিন্তাভাবনা করে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]।